নৈতিকতা (Morality)

- ল্যাটিন শব্দ Moralitas থেকে এসেছে যার অর্থ সঠিক আচরন/চরিত্র
- Ethics অর্থ নীতিশাস্ত্র, যা গ্রিক শব্দ 'Ethos' থেকে এসেছে, যার অর্থ চরিত্র/ রীতিনীতি।
- সর্বপ্রথম নৈতিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন-সক্রেটিস
- তিনি বলেন (virtue is knowledge অর্থাৎ সৎ গুণই জ্ঞান/ জ্ঞান হয় পুণ্য)**(45th BCS)**
- তিনি ধর্মকে নৈতিকতার ঊর্ধ্বে স্থান দিলেও একে নৈতিকতা- নিরপেক্ষ মনে করেননি।
- নৈতিকতা বাংলাদেশের সংবিধানে ১৮ নং অনুচ্ছেদে রয়েছে**(47th,41st BCS)**
- বাংলাদেশে নব নৈতিকতার প্রবর্তক: আরজ আলী মাতুব্বর**(46th,40th BCS)**
    - তার গ্রন্থঃ সত্যর সন্ধানে; সৃষ্টির রহস্যে

নীতিবিদ্যাঃ (উইলিয়াম লিলির মতে, নীতিবিদ্যা আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান)

- বর্ণনামূলকঃ অভিজ্ঞতা নির্ভর ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি (উদাহরণ- বিবর্তনবাদী নীতিবিদ্যা)
- মানমূলকঃ মানদণ্ড বা আদর্শের আলোকে
- বিশ্লেষণী/ পরানীতিবিদ্যাঃ নৈতিক ভাষায় অর্থ ও যুক্তি
- ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা

নীতিতত্ত্বঃ

পরিণামবাদী (Teleological)	পরিণামমুক্ত (Deontological)
গ্রিক নীতিদর্শন	হিব্রু নীতিদর্শন
কাজের পরিণতি/ফলাফল/লক্ষ্যকে মূল্যায়ন করে। যেমন- উদ্দেশ্য নৈতিকতা **(47th BCS)**	কাজের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে তাকে সঠিক/ভালো মনে করে।

নৈতিকতার সংজ্ঞাঃ

- জি ই ম্যুর পেরানীতিবিদ্যার জনক, গ্রন্থ: Principia Ethica):"শুভর প্রতি অনুরাগ ও অশুভর প্রতি বিরাগই হচ্ছে নৈতিকতা"
- জোনাথন হ্যাইটঃ ধর্ম, ঐহিত্য ও মানব আচরন "এই তিনটি থেকেই নৈতিকতার উদ্ভব।
- ইমানুয়েল কান্ট (জার্মান):কর্তব্যমুখী নৈতিকতার(Deontological Ethics)প্রবর্তক**(41st BCS)**
    - নীতিবিদ্যার মূল কথা ৩টি
    - সৎ ইচ্ছা
    - শর্তহীন আদেশ (Categorical Imperative) **(45th BCS)**
    - কর্তব্যের নৈতিকতা/কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য।**(43rd BCS)**
    - তিনি বলেন- 'সততার জন্য সদিচ্ছা**(44th BCS)**
- প্লেটো
    - ৪টি সদগুণের কথা বলেছেন- প্রজ্ঞা,সাহস,আত্মনিয়ন্ত্রণ/মিতাচার ও ন্যায়'**(41st BCS)**
    - ন্যায়কেই রাষ্ট্র ও ব্যক্তি উভয়ের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সদগুণ বলেছেন।

সদগুণঃ

- অ্যারিস্টটল তার Nicomachean Ethics গ্রন্থে 'মধ্যপন্থা'কে সদগুণ উদ্ভবের কারণ বলেছেন।
- মধ্যযুগে ধর্মনিরভর ও আধুনিক যুগে ধর্মনিরপেক্ষ সদগুণের উপর জোর দেওয়া হয়।

এক নজরে নৈতিকতাঃ

- নৈতিকতা = মানব জীবনের নৈতিক আদর্শ।**(36th BCS)**
- নীতিবিদ্যা / Ethics হলো = আদেশনিষ্ঠ বিজ্ঞান
- নৈতিকতার প্রধান উপাদান = সততা ও নিষ্ঠা**(37th BCS)**
- নৈতিকতার অন্যান্য উপাদান=ন্যায়বোধ,কর্তব্যবোধ,শৃঙ্খলাবোধ,দায়িত্ববোধ,সহযোগিতা ইত্যাদি।
- নৈতিকতার লক্ষ = মানুষের কল্যান সাধন।
- নৈতিকতা নিয়ন্ত্রণ করে = বাহ্যিক ও মানসিক আচার আচারন
- নৈতিকতার নিয়ন্ত্রক = বিবেক ও মূল্যবোধ।
- নৈতিক শিক্ষার শুরু = পরিবারে।
- নৈতিক মূল্যবোধের উৎস- নৈতিকতা।
- নৈতিক বিকাশের ৩টি স্তরঃ প্রবৃত্তি- প্রথা- বিবেক

- আমরা যে সমাজেই বসবাস করিনাকেন আমরা সকলেই ভালো নাগরিক হওয়ার প্রত্যাশা করি এটি=নৈতিক অনুশাসন**(40th BCS)**
- নৈতিকতার বিকাশের লালনক্ষেত্র - সমাজ
- নৈতিকতার সাথে আইনের পার্থক্য নির্দেশ করেন- ইতালির নিকোলা ম্যাকিয়াভেলি(The Prince গ্রন্থে)
- একজন যোগ্য প্রশাসক ও ব্যবস্থাপকের অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক গুণাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ- নৈতিকতা**(37th BCS)**
- নীতিবিদ্যার আলচ্য বিষয়
    - ঐচ্ছিক ক্রিয়া**(35th,46th BCS)**
    - সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের আলোচনা ও মূল্যায়ন **(35th BCS)**
- সুখবাদ + বুদ্ধিবাদ = পূর্ণতাবাদ।
- পেশাগত নৈতিকতার উপাদান: সততা ও বিশ্বস্ততা, যোগ্যতা ও দক্ষতা ,জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা ,নিরপেক্ষতা ও ন্যায় পরায়ণতা, গোপনীয়তা রক্ষা এবং আচরণ বিধি মেনে চলা **(47th BCS)**
- রাষ্ট্র ও সমাজের দুর্নীতি চেতনতার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অভাব**(44th BCS)**

নৈতিক মূলনীতি:

- পুরস্কার ও শাস্তি ক্ষেত্রে সমতার নীতি প্রয়োগ
- আইনের শাসন
- প্রতিকার ও সুযোগের ক্ষেত্রে সমাধান নিশ্চিত
- মূলনীতি নয় সুশাসনের জন্য উচ্চশিক্ষিত কর্মকর্তা নিয়োগ**(37th BCS)**

মূল্যবোধ (values)

- মানুষের আচরন পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ডে**(35th,40th BCS)**
- এম আর উইলিয়াম- মূল্যবোধ মানুষের ইচ্ছার একটি মানদণ্ড
- ফ্রাঙ্কেল - মূল্যবোধ হলো আবেগিক ও আদর্শগত ঐক্যের বোধ
- এফ ই মেরিল - সামাজিক মূল্যবোধ হলো বিশ্বাসের একটি প্রকৃতি বা ধরন যা গোষ্ঠীগত কল্যানে সংরক্ষণ করাকে মানুষ মনে করে।
- স্টুয়ার্ট সি ডড- সামাজিক মূল্যবোধ হলো এমন রীতি যা ব্যক্তি সমাজের নিকট থেকে আশা করে এবং সমাজ ব্যক্তির নিকট থেকে আশা করে
- এম ডব্লিউ পামফ্রে-মূল্যবোধ হচ্ছে ব্যক্তি বা সামাজিক দলের অভিপ্রেত ব্যবহারের সুবিন্যস্ত বিন্যাস।
- নিকোলাস রেশার-মূল্যবোধ যা সহকর্মীদের মধ্যে দেখে খুশি হয়। মূল্যবোধের সবচেয়ে সুন্দর সংজ্ঞা প্রদান করেন।

বৈশিষ্ট্যঃ

- সামাজিক মাপকাঠি /মানদণ্ড
- বিভিন্নতা **(41st BCS)**
- বৈচিত্র্যময়তা ও আপেক্ষিকতা, **(41st BCS)**
- পরিবর্তনশীলতা ও নৈব্যক্তিকতা **(41st BCS)**
- যোগসূত্রও সেতুবন্ধন
- নৈতিকতার প্রাধান্য

সামাজিক মূল্যবোধঃ

- বড়দের সম্মান করা
- দানশীলতা,
- শ্রমের মর্যাদা,
- ভালমন্দ
- সামাজিক মূল্যবোধকে বলে - জাতীয় উন্নয়নের মূলধন
- মানুষের ভালমন্দ বিচারের মানদণ্ড - সামাজিক মূল্যবোধ
- সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে -সামাজিককরণের মাধ্যমে**(47th BCS)**

সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি**(35th BCS)**

- আইনের শাসন,
- সাম্য
- নৈতিকতা
- ধর্মীয় দর্শন।

মূল্যবোধঃ

- মূল্যবোধ পরীক্ষা করে= ভালো মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, নৈতিকতা ও অনৈতিকতা, ভুল-শুদ্ধ **(45th,38th BCS)**
- মূল্যবোধ জাতীয় জীবনে =দর্পন স্বরুপ
- মূল্যবোধ =আইনের ভিত্তি
- মূল্যবোধ =সমাজ ও রাষ্ট্রর ভিত্তি সমাজ কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান
- মূল্যবোধ =বাহিক্য ও অভ্যন্তরীন আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।
- মূল্যবোধের অন্যতম লক্ষ - সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা**(36th BCS)**
- চিরন্তন মূল্যবোধ - সত্য ও ন্যায়**(37th BCS)**
- মূল্যবোধ শিক্ষার শুরু/প্রাথমিকভাবে একজন মানুষের মানবীয় গুণাবলী ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে - পরিবার থেকে(আনুষ্ঠানিকভাবে- বিদ্যালয়ে) **(44th BCS)**
- মূল্যবোধ দৃঢ় হয়= শিক্ষার মাধ্যমে**(41st BCS)**
- মূল্যবোধে চালিকাশক্তি - সংস্কৃতি**(40th BCS)**
- মূল্যবোধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক - নৈতিকতা
- মূল্যবোধে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান = নৈতিক চেতনা**(45th,43rd BCS)**
- নৈতিক মূল্যবোধের উৎস/মূল্যবোধের উৎস- ধর্ম।
- মূল্যবোধের শিক্ষা থেকে =ব্যক্তি সহনশীলতার শিক্ষা লাভ করে।**(38th BCS)**
- মূল্যবোধের সারসত্তাকে প্রতিফলিত করে -নৈতিক আচরণ নির্দেশক বিশ্বাস ও নীতি**(50th BCS)**
- প্রশাসকের মৌলিক মূল্যবোধ- জনকল্যান**(36th BCS)**
- সরকারি সিদ্ধান্ত প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ- জবাবদিহিতা, নিরপেক্ষতা, বিশ্বস্ততা। (গুরুত্বপূর্ণ নয়- সৃজনশীলতা) **(37th BCS)**
- ব্যক্তিগত মূল্যবোধ লালন করে- সামাজিক মূল্যবোধকে**(36th BCS)**
- সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে উঠে- সামাজিকীকরণের মাধ্যমে। **(47th BCS)**
- রাষ্ট্র সরকার ও গোষ্ঠী কর্তৃক স্বীকৃত- ইতিবাচক মূল্যবোধ নৈতিকতা**(41st BCS)**
- রাজনৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তি- রাজনৈতিক বিশ্বাস ও সংস্কৃতি চর্চা।
- বিশ্ব শান্তির জন্য প্রয়োজন - মূল্যবোধের শিক্ষা (Not নৈতিক শিক্ষা)
- মূল্যবোধের শিক্ষা - আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করে।
- জীবনের তিনটি শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ - সত্য, সুন্দর ও সৎ গুন**(50th BCS)**
- সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বেশি উদ্ভূত হয়- সামাজিক প্রথা থেকে**(50th BCS)**
- মূল্যবোধ সম্পন্ন শাসন ব্যবস্থা হল -নাগরিক অংশগ্রহ**(50th BCS)**
- শাসন ব্যবস্থায় মূল্যবোধ প্রাতিষ্ঠানিক করার সবচেয়ে কার্যকর কৌশল- নৈতিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমন্বয়**(50th BCS)**
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ- মূল্যবোধ রাষ্ট্র, সরকার ও গোষ্ঠী কর্তৃক স্বীকৃত **(41st BCS)**

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধঃ

- আইনের শাসনকে শক্তিশালী করে।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য।
- ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রাণ = দায়িত্বশীলতা

মূল্যবোধের উপাদানঃ

1. নীতি ও ঔচিত্যবোধ/নৈতিকতা/নৈতিক মূল্যবোধ**(45th BCS)** : ভালো মন্দ**(45th BCS)**, ন্যায়-অন্যায়, উচিত অনুচিতের পার্থক্য করতে শেখায়
2. সামাজিক ন্যায় বিচার/সাম্য (ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষা কবচ)
3. আইনের শাসন (গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত)
4. সহনশীলতা (গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতম মূল্যবোধ)অন্যনাম পরমত সহিষ্ণুতা(সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান)**(44th BCS)**

5. সহমর্মিতা
6. শৃঙ্খলাবোধ
7. শ্রমের মর্যাদা
8. নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ
9. সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যানমুখিতা
10. সরকার ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা

- 2 থেকে ১০ পর্যন্ত উপাদানগুলোকে বলে = গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

সুশাসন (Good Governance)

- Governance শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ থেকে('kubernan' থেকে) **(43rd BCS)**
- সুশাসনের ধারাটি আপেক্ষিক
- জনগন, রাষ্ট্র, ও প্রশাসকের সাথে ঘনিষ্ঠ প্রত্যয়।**(37th BCS)**
- শাসক ও শাসিতের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক গড়ে তোলে।**(36th BCS)**
- সুশাসনকে সরকার ও জনগনের win win Game বলা হয়।
- ১ম ধারনা পাওয়া যায়-প্লেটোর রিপাবলিক গ্রন্থে।

সংজ্ঞাঃ

- ম্যাকারনিঃ সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজ এর, সরকারের সাথে শাসিত জনগনের, শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ক। **(37th BCS)**এটি সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা।
- মিশেল ক্যামডেসাসঃ রাষ্ট্রের সব ধরনের উন্নতির জন্য সুশাসন অত্যাবশ্যক**(41st BCS)**
- চন্দ্রবাবু নাইডুঃ ই-গভন্যান্স হলো স্মার্ট সরকার।
  - ই-গভন্যান্স =সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম হাতিয়ার,
  - ই-গভন্যান্স =মূল উদ্দেশ্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
- জাতিসংঘঃ সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন।**(40th BCS)**
- বিশ্বব্যাংকঃ সুশাসনের দ্বারা রাষ্ট্রের টেকসই উন্নয়ন সাধিত হয়।(অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদগুলোর)
- UNDP: সুশাসন সকলের অংশগ্রহনের মাধ্যমে অর্থপূর্ণ, রাজনৈতিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করে।
- IMF:দেশের উন্নয়নের জন্য সুশাসন আবশ্যক (All stages)

সুশাসন বিষয়ে বিভিন্ন সংজ্ঞাঃ

সাল	সংজ্ঞা	তথ্য
১৯৮৯	বিশ্বব্যাংক	সুশাসনের ধারণা প্রদান / সুশাসন প্রত্যয় ব্যবহার/উদ্ভাবক **(45th BCS)**
১৯৯২	বিশ্বব্যাংক **(47th BCS)**	সুশাসনের সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং সুস্পষ্টভাবে/বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে**(35th BCS)** "শাসক ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রতিবেদন ১ম প্রকাশ এই রিপোর্টে বিশ্বব্যাংক সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করে।**(38th BCS)**
১৯৯৫	ADB	সুশাসনের ধারণা প্রদান
১৯৯৬	IMF	সুশাসনকে এজেন্ডা হিসেবে গ্রহণ করে (I'M First Agenda)
১৯৯৭	UNDP	সুশাসনের সংজ্ঞা প্রবর্তন করে। **(38th BCS)** সুশাসনের মূলনীতি প্রকাশ করে "শাসক ও ক্রমবর্ধমান মানবিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ (UNO) (জাতিসংঘ)UNDP সুশাসনের ধারণাকে সমৃদ্ধ করেছে
১৯৯৮	IDA	সুশাসনের ধারণা প্রদান
১৯৯৯	AfDB	সুশাসনের ধারণা প্রদান

সুশাসনের উপাদান

- UNDP এর মতে = ৯টি **(37th BCS)**
- UNO (জাতিসংঘ) এর মতে = ৮টি
- বিশ্বব্যাংক (WB) এর মতে =৬টি
- UNHCR, AfDB = ৫টি
- ADB, IDA, কৌটিল্য = ৪টি
- IMF = ৩টি